

বঠিকরে পর গণমাধ্যমে পাঠানো এক বজ্রপত্ৰে জানানো হয়, তৰুণ আলমেরা আইনমন্ত্ৰীকে স্পষ্ট করে বলছেন যে, পতি-মাতা, প্ৰবীণ ব্যক্তিও দাতার জীবদ্দশায় সম্পত্তি ভোগ ও ব্যবহারের অধিকার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ। তবে মুসলিম নাগৰিকদের সম্পত্তি হস্তান্তর, হবো, ওসযিত ও মরাসরে মতো বিষয়গুলো সরাসরি কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিধানের সঙ্গ জড়িত থাকায় প্ৰসতাবতি ব্যবস্থায় কিছু শরয়জটিলতা তৈরি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

তাঁরা মন্ত্রীরকে জানান, দাতার জীবদ্দশায় মালিকানা হস্তান্তর করেও ভোগাধিকার মৃত্যুর পর কার্যকর করার ব্যবস্থা প্রচলতি হবার শরয়ি কাঠামোর সঙ্গে অসামঞ্জস্য তৈরি করতে পারে। এছাড়া এর প্রয়োগ যদি ওসয়িতরে বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তবে তা ওয়ারসিরে জন্য ওসয়িত এবং নির্ধারণি মরিসরে অধিকার ক্মুণ করতে পারে। আইনটির অপব্যবহারে মাধ্যমে কোনে উত্তরাধিকারীকে যনে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করার সুযোগ না থাকে, সে বিষয়েও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে পর্যালোচনার দাবি জানান তাঁরা।

এই জটিলতা নরিসনে তরুণ আলমেদরে পক্ষ থেকে দেশে শীর্ষ মুফতি, ফকহি, ইসলামি আইন গবেষক ও আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ পর্যালোচনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তাঁদের মতে, এই কমিটির মাধ্যমে বলিটি পুনর্বিবেচনা করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো তৈরি করা দরকার, যাতে প্রবীণদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি মুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় বধিান বা শরয়িত ক্মতগ্রিস্ত না হয়।

বঠিকে উপস্থিতি ছিলিহে হফোজতে ইসলাম বাংলাদেশে কন্দ্ৰীয় দপ্তর সম্পাদক মাওলানা আফসার মাহমুদ, জাতীয় উলামা মশায়খে আইম্মাহ পরষিদরে মহাসচবি মুফতি রজোউল করমি আবরার, ইসলামবাগ মাদ্রাসার মুহতামমি মুফতি আব্দুল কাইয়ুম কাসমৌ, বাংলাদেশে ফকিহ একাডেমির মহাপরচালক মুফতি ফয়সাল মাহমুদ হাববী, জাতীয় উলামা মশায়খে আইম্মাহ পরষিদরে যুগ্ম মহাসচবি মুফতি শামসুদ্দোহা আশরাফী এবং মোহাম্মদপুর মোহাম্মদী হোমস জামে মসজিদে খতবি মুফতি আদনান মাসউদসহ অন্যান্যরা।

TAGS:

বাংলাদেশে সংবাদ

আইনমন্ত্রী

সম্পত্তি হস্তান্তর বলি

তরুণ আলমে

ইসলামি বধিান